ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপন এবং ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চার মিছিল

জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপন এবং ইসরাইলি সেনাবাহিনী কর্তৃক ফিলিস্তিনি জনগণকে নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে ১৯ মে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে সারাদেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওইদিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, সিপিবি'র সহ-সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মো. কিবরিয়া।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের একটি অংশ। গত ১৪ মে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি জনগণের উপর মার্কিন মদদপুষ্ট ইসরাইলি বাহিনী বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ৫৯ জনকে হত্যা করে। আন্তর্জাতিক আইন স র্ণ লঙ্ঘনপূর্ণ করে জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে নেয়ায় সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা তীব্র নিন্দা জানায়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ইতিপূর্বেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলো, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হলো। জাতিসংঘের ১৯৪৭ সালের প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক স্থান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ট্রাম্পের ওই পূর্বঘোষণা অধিকাংশ দেশের সমালোচনার মুখে পড়েছিলো এবং জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিপুল সমর্থনে আমেরিকার বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদে সেই নিন্দাপ্রস্তাবে ভেটো দিয়েছিল আমেরিকা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আরব রাষ্টগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ১৯৪৮ সালে ইজরাইলের জন্ম। এর মধ্য দিয়ে ইজরাইল বেআইনিভাবে পশ্চিম জেরুজালেমকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৯৬৭-এর যুদ্ধের পর ইজরাইল পূর্ব জেরুজালেমও দখল করে এবং ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে তথাকথিত 'ঐক্যবদ্ধ ও সূপর্ম্ণ' জেরুজালেমকে নিজেদের রাজধানী ঘোষণা করে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রই জেরুজালেমের উপর ইজরাইলের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়নি এবং এভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভাঙার জন্য ইজরাইলের নিন্দা করে জাতিসংঘে অসংখ্য প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু মার্কিন যুরাষ্ট্রসহ অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতপুষ্ট ইজরাইল তাকে আমলে নেয়নি। প্রেসিডেন্টট্র াম্পের এই ঘোষণা জেরুজালেমের আন্তর্জাতিক স্থান হিসাবে স্বীকৃতি এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইজরাইল-ফিলিস্তিন বিরোধ মেটানোর পথে বাধা তৈরি হয়। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ফিলিস্তিনিয় জনগণ আমেরিকার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে ইজরাইল বিক্ষোভকারীদের উপর যুট্যাঙ্ক ও ব ,নামবদ্ধিন্দুক নিয়ে বর্বর আক্রমণ চালায়। কিন্তু এতে হতোদ্যম না হয়ে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ফিলিস্তিনিয়রা সপরিবারে সামিল হয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ফিলিস্তিন১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছিল। বিপরীতে আমেরিকা, ইসরায়েল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। আজ ফিলিস্তিনের ওপর এ হামলা এবং মার্কিন চক্রান্তে বাংলাদেশ সরকার যদি নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে তাহলে তারা কতটা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। অস্ত্রব্যবসা ও যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকতে পারে না। এই কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্বে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরিতে নানা ছলছাতুরি করছে। আজ ইসরাইল, সৌদি আরবও আমেরিকার সাথে এক হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনে হামলা ও মানুষ হত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের পতাকায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরপর একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।